দৈনিক ইনকিলাব 248

তারিখ AUG. 5 1999
পৃষ্ঠা 9 কলাম 2

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে আকুল আবেদন ও আন্তরিক প্রত্যাশা!

এদেশের হাতেগোনা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ প্রতিমাসে তাঁদের বেতন-ভাতাদি নিয়মিত তুলে সাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাচ্ছেন অথচ এই দেশেরই সিংহভাগ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীবৃন্দ স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান থেকে বেসরকারী ২০% বেতন (প্রায় ৯০%) তো পানই না, সরকারী অংশের টাকা প্রাপ্তিতেও চরম অনিয়মের ফলে মানবেতর জীবনযাপন করেন যা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেউ বুঝবেন না। মে '৯৯ মাসের বেতন প্রাপ্তির সময়সীমা ২০ জুলাই বলে জেনেছিলাম, আবার অজ্ঞাত কারণে তা ৫ আগস্ট '৯৯ হয়েছে বলে জানলাম। কিন্তু বেতন প্রাপ্য তো প্রায় ৩ মাসের হতে চলল। আমাদের এই অবর্ণনীয় ভোগান্তি কিছুটা হালকা হতো যদি এক সাথে ৩ মাসেরই পাওয়া যেত। একটা দেশের প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে জাতি গড়ার ভিত্তি। তাই এটা বাধ্যতামূলক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ভাই-বোনেরা প্রতিমাসের প্রথমে নিয়মিত বেতন-ভাতাদি তুলে আর্থিক সচ্ছলতার মাধ্যমে শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে যে সাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, দেশের বৃহত্তর ডিগ্রী নিয়ে সিংহভাগ বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীবৃন্দ আর্থিক টানাপড়েনের ফলে মানবেতর জীবন জিজ্ঞাসার জবাব দিতে গিয়ে যেখানে হিমশিম খান সেখানে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তাঁরা কিভাবে সাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারে এটাই চিন্তার্য। আর শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে সাচ্ছন্দ্য বোধ না থাকলে আদর্শ শিক্ষার মাধ্যমে দেশ ও জাতি গড়ার কথা কি করে ভাবা যায়? তাই, নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে আশু মুক্তির লক্ষ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে হলে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক-কর্মচারীদের অনুরূপ বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীদেরকেও অনুগ্রহপূর্বক প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তাদের প্রাপ্য সরকারী অংশের বেতন-ভাতাদি প্রদান করার ব্যবস্থা চালুর ব্যাপারে আদেশ প্রদান করে আপনার গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার বাস্তব রূপায়নে অবদান রেখে আমাদের আবেদনে সাড়া দিবেন এটাই আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা।

—অধ্যাপক মুহাম্মদ নূরুজ্জামান মুসাফির
শরৎনগর বাজার, ভাংগুড়া, পাবনা-৬৬৪০